পলিসি ব্রিফ
৬৬ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়

প্রেক্ষাপট

সরকার সম্প্রতি ভূমিখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানীর আয়োজন ও তার আইনগত নিষ্পত্তির উদ্যোগ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হয়রানিমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্তভাবে কাঙ্ক্ষিত ভূমি সেবা প্রদানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে ভূমি মেলার আয়োজন ইত্যাদি যা টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশের সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারের এসব উদ্যোগ ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। তবে ভূমি খাতের অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে আরো অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ খাতের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির খবর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। টিআইবি ২০১৫ সালে ভূমি খাতের ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসনগত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে 'ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এছাড়া টিআইবি ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে ভূমি সেবা জনবান্ধব করার অংশ হিসেবে দেশের নয়টি উপজেলায় ভূমি সেবার ওপর বেজলাইন জরিপ পরিচালনা করেছে। ২০১৭ সালে টিআইবি'র 'নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার: ভূমিকা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণায় জমির পর্চা সরবরাহে ডিজিটাল সেবাকে অন্যতম কেস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। টিআইবি'র উপরোক্ত গবেষণা ও জরিপসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য হালনাগাদ এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হলো।

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আইনি সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত

১৯৯৭ সালে প্রণীত কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালায় ভূমিহীন বিধবা ও পরিত্যক্ত নারীদের কৃষি খাসজমি পাওয়ার শর্ত হিসেবে সক্ষম পুত্র থাকার বিধান রাখা হয়েছে এবং এর ফলে অনেক ভূমিহীন প্রান্তিক নারী কৃষি খাসজমি পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সুপারিশ

১. ভূমিহীন বিধবা ও পরিত্যক্ত নারীদের কৃষি খাসজমি পাওয়ার শর্ত হিসেবে সক্ষম পুত্র থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করতে হবে।

ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম দুইটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক এই বিভক্তির কারণে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ফলে জনবান্ধব ভূমি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না এবং সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে ব্যাপক জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

সুপারিশ

২. ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিচালনার জন্য একক অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে।

৩. ভূমি জরিপ কার্যক্রমে এবং ভূমি প্রশাসনে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

৪. ভূমি সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পদায়ন ও পদোন্নতি বিবেচনা করতে হবে।

৫. উপজেলা পর্যায়ে সকল ভূমি সেবা বিশেষ করে নামজারি, তথ্য সরবরাহ সেবাসহ অন্যান্য সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা তৈরির লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকগুলো কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এ কমিটিগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তি অধিক মাত্রায় থাকলেও সুশীল সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ সীমিত। এছাড়াও বিদ্যমান কমিটিগুলো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কার্যকর নয় এবং এদের সভাও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ সীমিত।

সুপারিশ

৬. ভূমি বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ (এনজিও প্রতিনিধি/সুশীল সমাজ, পেশাজীবি সংগঠন, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য সেবা সংক্রান্ত

অধিকাংশ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নাগরিক সনদ ও প্রয়োজনীয় সেবা সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে সেবাগ্রহীতারা ভূমি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সুপারিশ

৭. ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নাগরিক সনদ ও তথ্যবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে এবং এসব কার্যালয়ে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে স্বপ্রণোদিতভাবে জনস্বার্থে প্রকাশিতব্য সকল তথ্য প্রকাশ ও তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

বাজেট ও ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত

ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও বিভিন্ন ভূমি সেবা উন্নতকরণে বাজেট বরাদ্দ বরাবরই অপ্রতুল। ফলে ভূমি খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও ডিজিটাইজেশন কর্মকান্ড এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মত কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় দৈনন্দিন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। সরকার এ খাতে ডিজিটাইজেশনের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

সুপারিশ

৮. ডিজিটাইজেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ ব্যবস্থায় সমন্বিত ডিজিটাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে অধিকাংশ ভূমি সেবা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দ্রুত ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) কর্তৃক সৃষ্ট নতুন সম্ভাবনার ব্যাপক সম্প্রসারণ, ভূমি খাতে সেবাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও ইউডিসি'র মাধ্যমে গ্রাহক সেবা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. জাতীয় বাজেটে ভূমি খাতের জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে যা এ খাতের ডিজিটাইজেশন কর্মকাণ্ড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও দৈনন্দিন অফিস ব্যবহার্যের জন্য ব্যয়িত হবে।

ভূমি সেবায় অনিয়ম-দুর্নীতি

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী অধিকাংশ ভূমি সেবা অতিমাত্রায় দুর্নীতিপ্রবণ। বিশেষ করে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, নামজারী সম্পাদন, ভূমি জরিপ, নথিপত্র উত্তোলন, কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত এবং ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন রেকর্ড ও ম্যাপ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী-দের একাংশকে এবং ভূমি অফিসসমূহে বিভিন্ন কাজে সহয়তাকারী উমেদার ও দালালদের ঘুষ প্রদানে বাধ্য হওয়ার পাশাপাশি অধিক সময়ক্ষেপনের সম্মুখীন হয়। এছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালী ও ভূমিদস্যুরা ভূমি অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে সাধারণ ভূমিমালিকদের ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি জবরদখল করে।

সুপারিশ

১১. ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্নীতিগ্রস্ত ভূমি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ও অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নেতিবাচক প্রণোদনার পাশাপাশি কার্যসম্পাদনে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সেবা ডিজিটাইজেশনসহ আধুনিকায়ন করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে সেবা সম্পর্কিত তথ্যপত্র/ভাঁজপত্র তৈরি করে তা স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh